দেশে বসে আন্তর্জাতিক মাল্টিমিডিয়া তৈরী করছেন যিনি

আমাদের দেশে শেখার সুযোগ তেমন একটা নেই। সুযোগের অভাবে অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয় এমন অনেককেই পাওয়া যাবে আমাদের এই শহরের ভিড়ে। আর যারা প্রতিকূলতাকে জয় করে উঠে আসেন স্বীকৃতির পাতায়; জয়জয়কার চলে তাদেরকে নিয়েই। এমনই একজন প্রতিকূলতাকে জয় করেছেন–তিনি হলেন আরিফ আহমদ।

একটি কম্পিউটার ম্যাগাজিনে মাল্টিমিডিয়া পাতায় মায়া বিষয়ক টিউটোরিয়াল লেখা দিয়ে তার সাথে সাধারণ মানুষের পরিচয়। কিন্তু তার পরিচয়ের বিশাল ডাটাবেসে এই পরিচয় অত্যন্ত ক্ষুদ্র ও নগণ্য। তার অন্যান্য প্রতিভা ও পরিচয়ই মূলত তার আসল পরিচয়। তিনি বাংলাদেশের একেবারে প্রথম দিককার, প্রথম শ্রেণীর এনিমেটর। আমাদের দেশের প্রচার মাধ্যমগুলোতে এনিমেশনভিত্তিক বিজ্ঞাপন তেমন একটা নেই। যে অল্প কিছু আছে তার অনেকগুলোই দেশের বাইরে থেকে আমদানি করা। আর দেশীগুলোর একটা বড় অংশ তৈরী করেছেন এই আরিফ আহমদ।

১৯৮২ সালে মতিঝিল টিএন্ডটি হাইস্কুল থেকে এসএসসি এবং ১৯৮৪ সালে নটরডেম কলেজ থেকে এইচএসসি পাসের পর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত পদার্থবিদ্যা ও ইলেকট্রনিক্স বিভাগ থেকে স্নাতক পাস করেন। কিন্তু ট্রাডিশনাল পড়াশোনার পাশাপাশি তার আগ্রহ ছিল এনিশেনের প্রতি। তাই তিনি ব্যক্তিগত উদ্যোগেই শেখা শুরু করেন। গ্রাফিক্স ডিজাইনিংয়ের বিভিন্ন শাখায় তিনি কাজ শুরু করেন '৯০ সালের দিকে। এরপরে পেশাগত কারণেই '৯৫-এর দিকে তিনি ব্যবহার করেন অটোক্যাড। থ্রিডি মডেলিং ও এনিমেশনের প্রতি তার আগ্রহও মূলত এ সময়েই জাগে। '৯৬ সালের গোড়ার দিকে তিনি কাজ শুরু করেন থ্রিডি স্টুডিও ম্যাক্স ১ দিয়ে। সে সময় শিখতে গিয়ে তিনি যে সমস্যাগুলোয় পড়েন আজকের দিনে সেগুলো কোন সমস্যাই নয়। কেননা, সেসময় রিসোর্সের ছিল তীব্র অভাব। এ সংক্রান্ত কোন রকম বই পাওয়া যেত না। আর ইন্টারনেট তো ছিল সেসময় অমাবস্যার চাঁদ। থ্রিডি স্টুডিও ম্যাক্সের হেল্পই ছিল একমাত্র রিসোর্স। আর সেজন্যই সেসময় তাকে প্র্যাকটিস করতে হতে প্রচুর।

বার্জার চারুশিল্পী প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত আরিফের আঁকা ছবি। ইনসেটে আরিফ

আরিফ আহমদ প্রথম চাকরি করতেন ইউনিফোকাস টেলিফিল্ম লিমিটেড-এ। ইউনিফোকাসের লিটু ভাই তার কাজের নমুনা দেখে তাদের প্রফেশনাল সেটআপ ব্যবহারের অনুমতি দেন। আর এই সুযোগ পাওয়ার ফলেই প্রফেশনাল কাজে তার দক্ষতা বাড়ে অনেকখানি।

এরপর অবশ্য তিনি পান্থপথস্থ বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অফ ইনফরমেশন টেকনোলজিতে সফটএনিমেশন বিভাগের মাল্টিমিডিয়া প্রধান ছিলেন বেশ কিছুদিন। মূলত এই প্রতিষ্ঠানে থাকাকালেই তার করা অনেকগুলো এনিমেটেড বিজ্ঞাপন দেশীয় বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে প্রচারিত হয়। তার তৈরী করা উল্লেখযোগ্য কিছু বিজ্ঞাপন চিত্রের মধ্যে রয়েছে এন মোহাম্মদ প্লাস্টিক প্রোডাকশন, বিএসআরএম, এলিট পেইন্ট, সেজান পয়েন্ট, আমিন সেন্টার, ডলফিন ম্যাচ, হাই-লিফ সিগারেট ও গাফফার সল্টের এনিমেটেড বিজ্ঞাপন। এর প্রতিটিই বিটিভি, একুশ ও চ্যানেল আইয়ে বিভিন্ন সময়ে প্রদর্শিত হয়েছে। তাছাড়া ভারতের সনি টিভিতে প্রচারিত আল-সারোয়ার ওভারসীজের বিজ্ঞাপনও তার তৈরী করা। এছাড়া বেশ কিছু কোম্পানী ও টিভি প্রোগ্রামের টাইটেল এনিমেশনও তিনি করেছেন। পপ ডিমান্ড (মিউজিক ভিডিও প্রোগ্রাম), ইনফিনিটিস 'ডাইমেনশন + খেয়ালী (মিউজিক এলবাম) ও চিত্রনায়ক সোহেল রানার পারভেজ ফিল্মসে টাইটেল এনিমেশনও তিনিই তৈরী করেছেন। বাংলাদেশ আর্মির ট্রেনিং মুভি থ্রিডি সিজি সিমুলেশন তার উল্লেখযোগ্য কর্মগুলোর একটি। বর্তমানে তিনি ইউনিসেফের জন্য একটি ইন্টারএকটিভ থ্রিডি গেম তৈরীতে ব্যস্ত। এছাড়াও টোনাটুনি পাবলিকেশন্সের 'গুনতে শিখি' ও 'ছড়ায় বর্ণমালা' বই দুটির এনিমেটেড কার্টুনও তিনি তৈরী করেছেন– যা বাংলাদেশের প্রথম থ্রিডি কার্টুন হলেও প্রযোজকের কারণে এখনো তা প্রচারের অপেক্ষায় আছে। তাছাড়া ক্রিয়েটিভ ক্যানভাস থেকে প্রকাশিত থ্রিডি স্টুডিও ম্যাক্স ৩.১-এর ফান্ডামেন্টাল ও এডভান্সড দুটি ভার্সনই তিনি তৈরী করেছেন।

তবে শুধু নিজে নতুন নতুন কাজ করাই নয়, নতুন মাল্টিমিডিয়া প্রফেশনাল তৈরীতেও তিনি নিবেদিতপ্রাণ। ইতিমধ্যে অসংখ্য ট্রেনিং সেন্টারে তিনি বিভিন্ন সময়ে থ্রিডি স্টুডিও ম্যাক্স, মায়াসহ মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যারের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। এসব ট্রেনিং সেন্টারের মধ্যে কাশেম সফটসিস্টেমস কালার কম্পাস, সিসকন, ডাইমেনশন + ও ইনফরমিক্স উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া ব্যক্তিগতভাবে বাড়িতেও তার কাছে অনেক থ্রিডি স্টুডিও ম্যাক্স, মায়া ও অন্যান্য মাল্টিমিডিয়া প্রোগ্রাম শিখতে আসে। তার কাছে শিখেছে এবং বড় বড় প্রতিষ্ঠিত কোম্পানিতে চাকরি করছে এমন এনিমেটর রয়েছে প্রচুর। চ্যানেল আইয়ের এডিটর-কাম-এনিমেটর টিংকু চৌধুরী, খোকন, লন্ডনের দেশ-বাংলা টিভির আর্ট ডিরেক্টর আশফাক, স্কয়ার মিডিয়াকমের রাজু, বিন্দু মিডিয়ার সুমন এরা সবাই এই আরিফ আহমদের বিভিন্ন সময়ের ছাত্র।

শুধু গ্রাফিক্স মাল্টিমিডিয়া কিংবা এনিমেশনই নয়—আরিফ আহমদ একজন শৌখিন শিল্পী। কোনরকম প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি ছাড়াই স্রেফ শখের বশে ছবি এঁকে এঁকেই তিনি '৯৬ সালে বার্জার ইয়ং পেইন্টারস এওয়ার্ড জিতে নেন। তাছাড়া তিনি দাবা খেলায়ও বিশেষ পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন বিভিন্ন সময়ে। ১৯৮৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবায় চ্যাম্পিয়ন এবং ১৯৮৭ সালে চ্যালেঞ্জার ওপেন টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হন তিনি। এছাড়াও জাতীয় পর্যায়ের দাবা প্রতিযোগিতায় নিয়মিত অংশ নিতেন তিনি।

আমাদের দেশে এনিমেশনের ক্ষেত্র অত্যন্ত সীমাবদ্ধ বলে মনে করেন তিনি। প্রথমত আমাদের দেশে গ্রাহক কম। দ্বিতীয়ত যারা গ্রাহক তারা আমাদের দেশে কাজ না খুঁজে প্রথমেই চলে যান ভারত। তাদের এই মনোভাবের পরিবর্তন হওয়া উচিত বলে মনে করেন আরিফ আহমেদ।

❑ মোঃ মারুফ হোসেন

জেনে নিন

কম্পিউটারের টুকিটাকি

রাউটার

এটি এমন এক ধরনের ডিভাইস যার মাধ্যমে একটি লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক অথবা ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক থেকে অন্য নেটওয়ার্কে বিভিন্ন ড্যাটা পেকেট পাঠানো সম্ভব। রাউটিং টেবিল ও রাউটিং প্রটোকলের ভিত্তিতে রাউটার নেটওয়ার্কে ঠিকানা পড়ে নেয় এবং কিভাবে তা পাঠানো সম্ভব সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়। অর্থাৎ নেটওয়ার্ক দিয়ে বিভিন্ন ম্যাসেজের চলাচল নিয়ন্ত্রণই রাউটারের কাজ। বেশির ভাগ রাউটারই হচ্ছে বিশেষায়িত (specialized) কম্পিউটার।

বিশ্বের সর্ববৃহৎ রাউটার বিক্রেতা হচ্ছে Cisco Systems এবং Nortel Networks.

গেইটওয়ে

বিভিন্ন রকমের নেটওয়ার্কের মধ্যে সংযোগ সাধনে প্রয়োজন হয় এই গেইটওয়ের। দু'টি নেটওয়ার্ক সব সময় কমন প্রটোকল ব্যবহার নাও করতে পারে। সেক্ষেত্রে এই ডিভাইসগুলো প্রত্যেকটি নেটওয়ার্কের প্রটোকল এমনভাবে ভাষান্তর করে যাতে অন্য নেটওয়ার্ক ড্যাটা পড়তে বা বুঝতে পারে।

ফায়ার ওয়াল

নেটওয়ার্কে অনাকাঙ্ক্ষিত অনুপ্রবেশ ঠেকাতে এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এ ধরনের মেথড অনুসরণ করা হয়। এটি একটি রাউটার হতে পারে, যা অযাচিত বা অপ্রয়োজনীয় তথ্য বা ড্যাটাগুলো ফিল্টার করে তবেই নেটওয়ার্কে প্রবেশ করতে দেয়। ফায়ার ওয়াল ব্যবহৃত হয় মূলত ইন্টারনেটে ব্যবহকারীর প্রবেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে। আভ্যন্তরীণ নেটওয়ার্কের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতেই এর সর্বাধিক ব্যবহার হয়।

❑ মোঃ শারিফ আল মাহমুদ